Prof .Bilash Samanta. SACT. Dept.of History. Narajole Raj College.
****

বিদেশিদের দৃষ্টিতে বিজয়নগরের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থাযর পরিচয় সম্পর্কে বেশ কয়েকজন বিদেশি পর্যটক বিজয়নগর পরিভ্রমণ কালে তাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বিদেশি পর্যটকদের এই মনোরম বিবরণ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল। 1420 খ্রিস্টাব্দে ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কন্টি বিজয়নগর পরিভ্রমণ করেন। তিনি লিখেছেন- বিজয়নগর শহরটি ষাটমাইল পরিধি ছিল এবং শহরটি পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। শহরে অস্ত্র ধারণ করার মত 90 হাজার লোক ছিল। বিজয় নগরের রাজা ভারতের যেকোনো নরপতি অপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। পারসিক দূত আব্দুর রাজ্জাক 1442- 43 খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগরে আসেন। তিনি লিখেছেন -" উচ্চ নিচ নির্বিশেষে বিজয়নগরের সকল অধিবাসীগণ তাদের আঙুলে, কানে, গলায়, বাহুতে, রত্নখচিত অলংকার পরিধান করতেন। পর্তুগিজ পর্যটক পায়েস একইভাবে বিজয়নগরের ঐশ্বর্য সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।তিনি লিখেছেন,বিজয়নগরের নরপতির অগণিত ধনরত্ন, সৈন্য ও হাতি ছিল। বিজয়নগরে পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতির লোক ছিল।তিনি বহির্বাণিজ্যের উন্নতির কথা উল্লেখ করেছেন।ধান,চাল, গম,বার্লি, মশলা প্রভৃতিরপ্রাচুর্য পায়েস কে মুগ্ধ করেছিল। মূল্যও অত্যন্ত সস্তা ছিল বলে বলে উল্লেখ করেছেন।রাজপথ সমূহ ও বাজার খাদ্য শস্যবাহী গরুর গাড়িতে পরিপূর্ণ ছিল। বারবোসা 1516 খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগরের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,বিজয়নগর এক জনসমৃদ্ধ শহর এবং বিজয়নগর হীরে, মুক্তা, সিল্ক কুর্পুর, মৃগনাভি, মুক্তা, সিল্ক, চন্দন কাঠ প্রভৃতি পন্যদ্রব্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবসা কেন্দ্র ছিল।

দোমিনগো পায়েজের লেখা থেকে জানা যায় যে, এদেশে প্রচুর ধান ও অন্যান্য শস্য উৎপন্ন হতো। তিনি এমন সব শস্যের উৎপাদন লক্ষ্য করেছেন যা তাদের দেশে উৎপন্ন হতো না। কার্পাস উৎপাদন বিজয়নগরের একটি বৈশিষ্ট্য বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে শাসকদের সজাগ দৃষ্টি ছিল। অধিকাংশ জমিতে সেচ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি অনাবাদি জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করার জন্য বিভিন্ন সরকারি পদক্ষেপ নেওয়া হত। সরকারি আয়ের প্রধান উৎসই ছিল ভূমি রাজস্ব। পায়েজ লিখেছেন, সাধারণত উৎপন্ন শস্যের 1/6 % ভূমি রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হত। তবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে রাজস্বের হারে তারতম্য ঘটত। আবার শস্যভেদেও রাজস্বের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ড. সতীশচন্দ্র এর মতে- কৃষি ও কৃষিরাজস্ব সম্পর্কে বিদেশি বিবরণ গুলির অধিকাংশই বিভ্রান্তিকর। বিভিন্ন পর্যটকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র শহরে ভ্রমণ করতেন। গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল ছিলেন না। দেশীয় উপাদান গুলির মতে, ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাজস্বের হারছিল এক-তৃতীয়াংশ। তিল, রাগী, ছোলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই হার ছিল এক চতুর্থাংশ। জোয়ার বা শুকনো জমিতে উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে এই হার হত 1/6%। উল্লেখ্য, ভূমি রাজস্ব ছাড়াও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিকর দিতে হত। এছাড়াও ছিল বিবাহ কর, আদালত কর, ধর্মীয় কর, সামরিক কর প্রভৃতি।

Semester – 3rd, C5T , Paper – Delhi Sultanate.

==========

Prof .Bilash Samanta. SACT. Dept.of History. Narajole Raj College.
****

পর্যটক পারসিক দূত আব্দুর রাজ্জাক বিজয়নগরে গোলাপ ব্যবসায়ীদের সংখ্যাধিক্যের উল্লেখ করেছেন। এর কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে- খাদ্যের মতোই বিজয়নগরের জনজীবনে গোলাপের ব্যবহার নিয়মিত গুরুত্ব পেত। কৃষি কাজের সঙ্গে গোপালন ও দুগ্ধজাত উৎপাদন এর কাজে বিজয়নগর বিখ্যাত ছিল। বিজয়নগরে গোচারন ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা থাকত। গোপালন মানুষদের একটি লাভজনক জীবিকা ছিল। কারন সমাজের দুগ্ধজাত দ্রব্য বিশেষ করে গব্য ঘৃতের প্রচুর চাহিদা ছিল।

বিজয়নগরের খনি, ধাতুশিল্প ও গন্ধদ্রব্যের শিল্প বিখ্যাত ছিল। বিজয়নগরের বস্ত্রশিল্পও উন্নত ছিল। এছাড়া কর্মকার,ছুতার প্রভৃতির কাজ ও লোকে করত। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিজয়নগর একটি অগ্রণী দেশ। বিজয়নগর কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্য চলত। গরুর গাড়ি, ঘোড়ার পিঠে বা মাথায় করে মাল পরিবহন করা হত। বিজয়নগরে 300 বন্দর ছিল বলে আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন। কালিকট ছিল মালাবার উপকূলে এ যুগের অন্যতম ব্যস্ততম বন্দর। প্রধান বন্দর গুলি থেকে বৈদেশিক বাণিজ্য চলত। বারবোসার রচনা থেকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের আমদানি-রপ্তানির কথা জানা যায়। কাপড়, চাল, লোহা, গন্ধক, চিনি, মসলা প্রভৃতি রপ্তানি হত। আরবি ঘোড়া, প্রবাল, মুক্তা, চিনা রেশম ও ভেলভেট আমদানি হত। বহির্বাণিজ্য থেকে বিজয়নগরের বহু অর্থ সম্পদ আসত। জলপথে মাল পরিবহনের জন্য জাহাজগুলি মালদ্বীপ থেকে আনা হত। পর্তুগিজরা আসার পর বিজয়নগরের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানত তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বিজয়নগরের সঙ্গে চীন, মালয়, ব্রহ্ম, আরব দেশ, পারস্য, পর্তুগাল ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বাণিজ্য চলত। শিল্পীও বণিকদের আলাদা সংঘ ছিল। বনিক সংঘ গুলি ছিল প্রভাবশালী। এর সাহায্যে বিজয়নগরের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় বণিকরা তাদের প্রভাব খাটাত। বণিকদের প্রভাব বাড়লেও বন্দর এবং নগর গুলির কর ও শুল্ক আদায় সামন্ত ভূস্বামীদের হাতে থাকায় বণিকদের অসুবিধা হত। এজন্য বনিকরা সংঘের মাধ্যমে তাদের প্রভাব খাটাত।

বিজয়নগরে সোনার ও তামার মুদ্রা চলত। রুপার মুদ্রারও প্রচলন ছিল। মুদ্রায় দেবদেবীর ও জন্তুর প্রতিকৃতি ছাপা থাকত। বিজয়নগরে উচ্চবিত্ত,শাসক শ্রেণীর জীবন সুখে, সম্পদে, বৈভবে পুর্ন হলেও সাধারণ লোক ছিল কর ভারে জর্জরিত। দেশের সাধারণ মানুষ গরিব। যদিও ভোগ্য পণ্যের দাম ছিল সস্তা। সাধারণ মানুষ সুখে ছিল না। সামরিক খাতে ব্যয় খুব বেশি ছিল। এজন্য শাসকরা নানা ধরনের কর বসিয়েছিলেন। করের চাপ বেশি হওয়ার জন্য মাঝে মাঝে বিদ্রোহ হত, শাসকরা তখন সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে জনগণের বিদ্রোহ দমন করতেন।

বিজয়নগরের সমাজ ও অর্থনীতিতে যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল একথা বলতেই হয়। কিন্তু সমস্ত শ্রেনীর মানুষ হয়তো সঠিক ভাবে অর্থনৈতিক সচ্ছলতার মধ্যে থাকেন নি। সমাজে ধনী দরিদ্রের অবস্থান ছিল। পায়েস, নুনিজ প্রমুখরা বলেছেন যে অভাবে তাড়ণায় মানুষ ইঁদুর, বিড়াল, টিকটিকি ইত্যাদিও খেত। তাই বলা যায় দারিদ্র্যে জর্জরিত সাধারণ মানুষের সমাজে দুঃখ কষ্টের অন্ত্য ছিল না। অন্যদিকে অর্থ-সম্পদের সমৃদ্ধ ধনি ও অভিজাতরা বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দিত।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :--

Semester – 3rd, C5T , Paper – Delhi Sultanate.

==========

Prof .Bilash Samanta. SACT. Dept.of History. Narajole Raj College.
****

1) বিজয়নগরে আগত কয়েকজন পর্যটক এর নাম লেখ।
2) বিজয়নগরের কৃষি অর্থনীতি কেমন ছিল ?
3) বিজয়নগরের বাণিজ্য কোন কোন দেশের সাথে ঘটত ?
4) বিজয়নগরের মুদ্রা ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ?
5) বিজয়নগরের গোপালন সম্পর্কে যা জানো লেখ।

সূত্র নির্দেশ :--

1) ভারতের ইতিহাস - আদি মধ্যযুগ থেকে মধ্য যুগে উত্তরণ(৬০০-১৫৫৬) - তেসলিম চৌধুরী।

2) ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (১২০৬-১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) - অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি ও অধ্যাপক অসিত কুমার মন্ডল।

৩) ভারতের ইতিহাস(প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ষোড়শ শতকের প্রারম্ভ)- ড. মানষ ভট্টাচার্য।